ঘিওরে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে নানা অনিয়মের অভিযোগ

■ মো. শফি আলম, ঘিওর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বালিয়াখোড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের চার তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নির্মাণকাজে গঠিত কমিটি, ঠিকাদার, সাব-ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার সকলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কেউই এই নির্মাণকাজ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের উত্তর জানেন না বা উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাতের আঁধারে নির্মাণকাজ চলছে বলেও অভিযোগ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ বিষয়ে তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা যায়, নিম্নমানের কিছু ভিটিবালি ও ডাস্টমিশ্রিত কিছু খোয়া নির্মাণকাজের পাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে নির্মাণশ্রমিকদের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, এই খোয়া ও মাটি দিয়ে আর কাজ করা হবে না। অনতিবিলম্বে এগুলো সরিয়ে নেওয়া হবে।

জানা গেছে, ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে এই ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। যে ঠিকাদার এই কাজ পেয়েছেন তিনি এই কাজ করছেন না, কাজটি তিনি সাব-ঠিকাদারের মাধ্যমে করাচ্ছেন। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ফারুক মিয়ার দেখা মেলেনি। মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, তার নামে রাজনৈতিক মামলা থাকায় তিনি বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসেন না।

বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ইদ্রিস মিয়া জানান, নতুন ভবন নির্মাণের অনুমোদন হয় ২০২৩ সালে আর কাজ শুরু হয় ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে। নির্মাণকাজের তদারকির জন্য বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আব্দুল বারেককে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহকারী শিক্ষক শরীফুল ইসলাম ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মো.তারা মিয়া। নির্মাণকাজের বিষয়ে তারা বিস্তারিত বলতে পারবেন। কিন্তু নির্মাণকাজের আহ্বায়ক আব্দুল বারেক জানান, কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ হচ্ছে, ঠিকাদার ও সাব-ঠিকাদার কে এবং কত টাকা বাজেটের কাজ এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এসএস রাসেল এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. রাসেল নিজেকে একজন সাংবাদিক এবং একটি দৈনিক পত্রিকার মালিক উল্লেখ করে ইঞ্জিনিয়ার ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছ থেকে নির্মাণকাজ সম্পর্কিত তথ্য জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

মানিকগঞ্জ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. হামিদুল ইসলাম জানান, এ কাজের ঠিকাদার মো. রাসেল এবং সাব-ঠিকাদার মো. ফোরকান। ১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে বালিয়াখোড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকাজ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে করা হচ্ছে। স্থানীয় কিছু মাদকাসক্ত ব্যক্তি ঠিকাদরের লোকজনের কাছে কিছু টাকা পয়সা দাবি করেছিল। সেটি না দেওয়ায় নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ তুলছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মুজাহিদুল ইসলাম আলিফ জানান, কিছু নিম্নমানের বালু ও খোয়া কাজে লাগানোর জন্য ওখানে আনা হয়েছিল। সেগুলো রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে।

ঘিওর উপজেলার বালিয়াখোড়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের চার তলা ফাউন্ডেশন-বিশিষ্ট নির্মাণাধীন ভবন —ইত্তেফাক